ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

প্রাথমিক প্রতিবেদন

১৫ জানুয়ারি ২০১৯

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- সুশাসন ও শুদ্ধাচার গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত, যার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন
- এ ধরনের নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা - নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকলেও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ, যাদের মধ্যে রয়েছে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীসহ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ, ক্ষমতাসীন দল/ জোট, বিরোধী রাজনৈতিক দল/ জোট, প্রার্থী, নাগরিক সমাজ, সংবাদ-মাধ্যম, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, ভোটার ও ভোটের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের আইন-বহির্ভূত উপায়ের আশ্রয় নেওয়া এবং নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি বিভিন্ন পর্যায়ে লঙ্ঘনের প্রবণতা লক্ষণীয় (টিআইবি, ২০০৭; ২০০৯)
- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন যেখানে সবগুলো রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছে
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ - নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয় বলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ
- বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর টিআইবি'র পূর্ববর্তী গবেষণার ধারাবাহিকতায় একাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া কতটুকু সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও আইনানুগ তা পর্যালোচনা করা

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও প্রার্থী, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন অংশীজন নির্বাচনী প্রক্রিয়া কতটুকু আইনানুগভাবে অনুসরণ করেছেন তা পর্যালোচনা করা
- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ প্রাক্কলন করা
- নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রধান অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা

গবেষণা পদ্ধতি

- গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার - আধেয় বিশ্লেষণ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ; ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাবাচক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ; স্থানীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়া পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বাছাইকৃত আসনের বাছাইকৃত প্রার্থীদের কার্যক্রমের ওপর পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ
- গবেষণা এলাকা নির্ধারণ ও নমুনায়ন
    - দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৩০০টি আসন থেকে ৫০টি আসন নির্বাচন
    - প্রত্যেক আসনে স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রধান দুটি দল/ জোটের প্রার্থী বাছাই করে প্রার্থী ও তাদের কার্যক্রমের ওপর তথ্য সংগ্রহ; কোনো আসনে তৃতীয় কোনো শক্তিশালী প্রার্থী থাকলে তাকেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে - মোট প্রার্থী ১০৭ জন
    - প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস - সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ অন্যান্য নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইবুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিক ও ভোটারদের সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ
- পরোক্ষ তথ্যের উৎস - নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ

গবেষণার পরিধি ও সময়

গবেষণার পরিধি

- নির্বাচন-পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও অন্যান্য অংশীজনের নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড)
- নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- নির্বাচনের পরবর্তী একমাস পর্যন্ত তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ (চলমান)

গবেষণার সময়

- নভেম্বর ২০১৮ থেকে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
- বর্তমান প্রতিবেদন তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত

নির্বাচনী প্রক্রিয়া

প্রাক-নির্বাচনী সময়

- ভোটার তালিকা হালনাগাদ
- সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস
- নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা
- নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা
- মনোনয়নের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদনপত্র গ্রহণ
- আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ

নির্বাচনকালীন সময়

- নির্বাচন ব্যবস্থাপনা
- নির্বাচনী পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- দল ও প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণা
- নির্বাচন অনুষ্ঠান
- ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ

নির্বাচন-পরবর্তী সময়

- নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- প্রার্থী ও দলের নির্বাচনী ব্যয়ের প্রতিবেদন দাখিল
- নির্বাচনী অভিযোগের তদন্ত
- নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তি

নির্বাচনী প্রক্রিয়া: ভোটার তালিকা হালনাগাদ

- ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু
- ২০১৭ সালে ৩৩.৩২ লাখ নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত, এবং ১৭.৪৮ লাখ মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে অপসারণ
- সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী সারা দেশে মোট ভোটার ১০ কোটি ৪২ লাখ ৩৮ হাজার ৬৭৭ জন; নারী ভোটার ৪৯.৫৭%, পুরুষ ভোটার ৫০.৪৩%
- ভোটার তালিকা হালনাগাদের প্রক্রিয়া যথাযথ থাকলেও প্রত্যেক বাড়িতে না যাওয়ার অভিযোগ

নির্বাচনী প্রক্রিয়া: সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস

- নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে ৩৮টি আসনের সীমানা পরিবর্তনের প্রস্তাব
- ১৪টি আসনের জনসংখ্যা জেলার গড় জনসংখ্যার চেয়ে ২৫% কম বা বেশি; জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভারসাম্যহীন আসন ৬২টি
- ৫৫টি আসনের সীমানা নিয়ে আপিল উত্থাপন - ৪০৭টি আপিল নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ও ২৪৪টি পক্ষে
- আপত্তির ওপর শুনানি শেষে চূড়ান্তভাবে ২৪টি আসনের সীমানা পরিবর্তন ও ২০১৮ সালের মে মাসে গেজেট প্রকাশ

নির্বাচনী প্রক্রিয়া: নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা

- নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২০১৭ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ, সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা ও তাদের মতামত গ্রহণ; প্রায় ৪৫০ প্রস্তাব উত্থাপন
  - প্রধান আলোচিত বিষয় নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন, সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচন, নিরপেক্ষ সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন, 'না' ভোটের পুনঃপ্রচলন, ইভিএম ব্যবহার ইত্যাদি
  - নিরপেক্ষ সরকার, সেনা মোতায়েন, সীমানা পরিবর্তন, ইভিএম ব্যবহার নিয়ে প্রধান দুই দলের পরস্পরবিরোধী মতামত
- নির্বাচন কমিশনের আওতার মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাব পূরণের অঙ্গীকার; সেনাবাহিনীকে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার সরকারের ওপর বলা হলেও সরকারের কাছে প্রেরণ করার উদ্যোগ নেয় নি নির্বাচন কমিশন
- ২০১৮ সালে নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন আহবান; ৭৬টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের আবেদন করলেও কোনোটিকেই নিবন্ধন দেওয়া হয় নি
- অধিকাংশ দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইভিএম কেনার উদ্যোগ - ২০১৮ সালের জুন মাসে ২,৫৩৫টি ইভিএম ক্রয়; সরকারের পক্ষ থেকে প্রকল্প পাস হওয়ার আগেই কেনার অনুমোদন, পরে অক্টোবর মাসে ইভিএম ব্যবহারে মন্ত্রিসভার অনুমোদন; ইভিএম ব্যবহার সংক্রান্ত ধারা সংযোজন করে অধ্যাদেশ জারি করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আইনের সংশোধন

নির্বাচনী প্রক্রিয়া: নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা (চলমান)

- একাদশ সংসদ নির্বাচনকে 'অংশগ্রহণমূলক' করার ওপর বিভিন্ন অংশীজনের পক্ষ থেকে জোর দেওয়া হলেও 'রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপের প্রয়োজন নেই', এবং 'নির্বাচনী পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে' বলে নির্বাচন কমিশনের অভিমত প্রকাশ
- ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের প্রচারণা শুরু ২০১৮ সালের প্রায় শুরু থেকে
- ২০১৮ সালের জুন-জুলাই থেকে সরকারবিরোধী দলের বিশেষকরে বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার
    - অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত সারা দেশে ৪,১৩৫টি মামলায় আসামি ৩ লাখ ৬০ হাজার ৩১৪ জন, এর মধ্যে গ্রেফতার ৪,৬৫০ জন
    - মূলত নেতা-কর্মী ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের এজেন্ট, এবং কমিটি ধরে ধরে মামলার আসামি করার অভিযোগ
    - কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরানো মামলায় গ্রেফতার দেখানো; কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটনা না ঘটলেও এসব ('গায়েবি') মামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ; অনেকক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি বা ঘটনার সময় অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের
    - সভা-সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য
- নির্বাচনী পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে অভিমত প্রকাশ

নির্বাচনী প্রক্রিয়া: নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা (চলমান)

- ২০১৮ সালের অক্টোবরে ৭ দফা দাবি নিয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন; জাতীয় ঐক্যফ্রন্টসহ অন্যান্য দল ও জোটের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দাবি -
  - অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারের পদত্যাগ, জাতীয় সংসদ বাতিল, আলোচনা করে নিরপেক্ষ সরকার গঠন
  - নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন ও নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার না করা
  - বাক, ব্যক্তি, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সব রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা
  - নির্বাচনের ১০ দিন আগে থেকে নির্বাচনের পর সরকার গঠন পর্যন্ত বিচারিক ক্ষমতাসহ সেনাবাহিনী মোতায়েন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া
  - নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা ও সম্পূর্ণ নির্বাচনপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে তাদের ওপর কোনো ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ না করা, গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করা
  - তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত চলমান সব রাজনৈতিক মামলা স্থগিত রাখা ও নতুন কোনো মামলা না দেওয়া
- নির্বাচন কমিশনের কোনো উদ্যোগ ছাড়াই সরকারের সাথে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সংলাপ - নতুন কোনো মামলা না দেওয়া ও গ্রেফতার না করা, এবং সভা-সমাবেশ করতে বাধা না দেওয়ার অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রীর
- নির্বাচনের আগে সব রাজনৈতিক দলের সাথে ক্ষমতাসীন দলের সংলাপ; তবে নির্বাচনকালীন সরকারের দাবি অগ্রাহ্য
- প্রধান সরকারবিরোধী দলগুলোর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত

নির্বাচনী প্রক্রিয়া: নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা

- প্রথম তফসিল ঘোষণা ২০১৮ সালের ৮ নভেম্বর - মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯ নভেম্বর, প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৯ নভেম্বর ও নির্বাচন ২৩ ডিসেম্বর; প্রচারণার সময় ২৩ দিন যা বিদ্যমান আইনের পরিপন্থী
- জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের কারণে সংশোধিত তফসিল ঘোষণা ১২ নভেম্বর - মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৬ নভেম্বর, প্রত্যাহারের শেষ দিন ৯ ডিসেম্বর ও নির্বাচন ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮
- দলীয় মনোনয়ন ফরম বিতরণ ঘিরে মিছিল, মনোনয়ন-প্রত্যাশীদের শো-ডাউনের ফলে যানজট সৃষ্টি, সংঘর্ষে দুইজনের মৃত্যু - ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত দলগুলোর প্রতি নমনীয় মনোভাব দেখালেও বিএনপি'র বিরুদ্ধে 'আচরণ বিধি লঙ্ঘন' বলে নির্বাচন কমিশনের অভিযোগ; বিএনপি'র বিরুদ্ধে পুলিশের কঠোর ভূমিকা
- তফসিল ঘোষণার পরে বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার অব্যাহত - নির্বাচন কমিশনকে বিএনপি'র পক্ষ থেকে ২,০৪৭টি মামলার তালিকা প্রদান; প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অনুরোধ করা হলেও মামলা প্রত্যাহার ও গ্রেফতার বন্ধে কোনো উদ্যোগ না নেওয়া
- তফসিল ঘোষণার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই ক্ষমতাসীন জোট/ দলের মনোনয়ন-প্রত্যাশী প্রার্থীদের প্রচারণা; কোনো কোনো আসনে বিরোধী দলের প্রার্থীদেরও প্রচারণা - তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ৫২ জন প্রার্থীর গড়ে ৫,৫৩,৬৯৮ টাকা ব্যয় (সর্বোচ্চ ৮২,৫৭,০০০ টাকা, সর্বনিম্ন ২,৯৮৫ টাকা)

নির্বাচনী প্রক্রিয়া: মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ

- নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র দাখিল - মোট আবেদনকারী প্রার্থী ৩,০৬৫ জন; এর মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ক্ষমতাসীন দলের হয়ে মনোনয়ন পান; এ বিষয়ে সিইসি তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করতে ব্যর্থ হন
- যাচাই-বাছাইয়ের পর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা ২,২৭৯ জনের, বাতিল ৭৮৬ জনের (এর মধ্যে আওয়ামী লীগের তিনজন ও বিএনপি'র ১৪১ জন) - এর আগের নির্বাচনগুলোর তুলনায় সবচেয়ে বেশি বাতিল
- মনোনয়ন বাতিলের জন্য মূল কারণ ঋণ খেলাপি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকা; তবে বাতিলের জন্য একই মানদণ্ডে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ
- নির্বাচন কমিশনে শুনানির পর ২৩৪ জনের মধ্যে ২০২ জনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা
- উচ্চ আদালতের রায়ে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পরও সরকারবিরোধী দলের ২৩ জনের প্রার্থিতা বাতিল; গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে তিনজন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল
- ২৯৯টি আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী সংখ্যা ১,৮৬১ জন; অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ৩৯; জোট ৫টি
- তৃণমূলের সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনয়ন দেওয়ার প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় নি; সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সব প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের চারজন নির্বাচনে সম্ভাব্য ব্যয় ও ব্যয়ের উৎস সম্পর্কে হলফনামায় তথ্য দেন নি; তিনজন প্রার্থী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত সম্ভাব্য ব্যয় দেখিয়েছেন (সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত)
- তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ১০৫ জন প্রার্থীর গড়ে ২,১৪,৭৭৫ টাকা ব্যয় (সর্বোচ্চ ১৪,৬৮,০০০ টাকা, সর্বনিম্ন ৩৭,৫০০ টাকা)

নির্বাচনী প্রক্রিয়া: নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

- নির্বাচনের মোট বাজেট ৭০০ কোটি টাকা
- নির্বাচন কর্মকর্তা - রিটার্নিং কর্মকর্তা ৬৬ জন, সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ৫৮২ জন, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ৪০,১৮৩ জন, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ২,০৭,৩১২ জন, এবং পোলিং কর্মকর্তা ৪,১৪,৬২৪ জন
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা - মোট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ৬,০৮,০০০ জন; প্রত্যেক কেন্দ্রে এক থেকে দুইজন পুলিশ ও ১২ জন আনসার সদস্য নিয়োজিত; ২৪ ডিসেম্বর থেকে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনা মোতায়েন; তবে সারাদেশের ৪০,২৭৩ কেন্দ্রের মধ্যে ৬৪% ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত
- তদারকি ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা - নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ১,৩৮২ জন, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৬৪০ জন, নির্বাচন তদন্ত দল ১২২টি
- পর্যবেক্ষক - স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা ৮১টি, স্থানীয় পর্যবেক্ষক ২৫,৯০০ জন, বিদেশী পর্যবেক্ষক ৩৮ জন, বৈদেশিক মিশন কর্মকর্তা ৬৪ জন, বৈদেশিক মিশনে কর্মরত বাংলাদেশি পর্যবেক্ষক ৬১ জন
- পর্যবেক্ষক সংস্থার অনুমোদনে একই মানদণ্ড অনুসরণ না করার অভিযোগ; যথাযথ উদ্যোগের ঘাটতির ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষকদের অনুপস্থিতি
- পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও ১০ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৬ জেলার ১৪৯টি আসনে প্রায় ২৫০টি সংঘাতের ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু, ১,১৬০ জন আহত, সাতজন প্রার্থীসহ ৭৫০ জন গ্রেফতার
- তফসিল ঘোষণার পর থেকে সরকারবিরোধী দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার অব্যাহত - ৮ নভেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ১১,৫৮৬ জন প্রার্থী ও নেতা-কর্মী গ্রেফতার

নির্বাচনী প্রক্রিয়া: প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো আসনে প্রচারণার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলকে এককভাবে সক্রিয় দেখা যায়; কোনো কোনো আসনে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে সরাসরি প্রচারণার জন্য সুবিধা আদায়, প্রশাসন/আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মচারী কর্তৃক প্রার্থীর প্রচারণায় অংশগ্রহণ, সরকারি সম্পদ ব্যবহার করে প্রচারণা
- অন্যদিকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪৪টি আসনে (৬টি আসনের তথ্য পাওয়া নি) সরকারবিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকেই দলীয় নেতা-কর্মীদের নামে মামলা, পুলিশ/ প্রশাসন কর্তৃক হুমকি/ হয়রানি, প্রার্থী/ নেতা-কর্মী গ্রেফতার - ১২,৬৮৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতার ৩,৭৩৩ জন
- ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী ও কর্মী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ভয়-ভীতি দেখানো, গ্রেফতার হওয়া ও মামলা থাকার কারণে প্রচারণা চালাতে ব্যর্থতা
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১৯টি আসনে সহিংসতা - প্রার্থীদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে মারামারি, সরকারবিরোধী দলের প্রার্থীর সমর্থক ও নেতা-কর্মীদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, হামলা, নির্বাচনী ক্যাম্প ভাঙচুর করা, পুড়িয়ে দেওয়া
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩৬টি আসনে বিরোধীদলের প্রচারে বাধা দান

"আমাদের দল ক্ষমতায় তাই আমাদের নৌকায় ভোট দিন। আমরা এমনিতেই জিতবো। তাই সবাইকে বলছি যারা নৌকায় ভোট দিবেন না তাদের খবর আছে।"

- একজন উপজেলা চেয়ারম্যান, নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে একটি পথসভায় বক্তব্য দেওয়ার সময়

নির্বাচনী প্রক্রিয়া: প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা (চলমান)

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১০০% আসনে প্রার্থীদের কোনো না কোনো আচরণ বিধি লঙ্ঘন; উল্লেখযোগ্য লঙ্ঘন -
  - ইউনিয়ন/ওয়ার্ড প্রতি একাধিক ক্যাম্প স্থাপন
  - মটরসাইকেল নিয়ে শোডাউন
  - নির্ধারিত সময়ের (দুপুর ২টা - রাত ৮টা) বাইরে প্রচারণা চালানো
  - দেওয়ালে ও যানবাহনে পোস্টার ও লিফলেট লাগানো
  - পোস্টারে মুদ্রণ সংখ্যা, প্রেস/প্রিন্টার্সের নাম, ফোন নম্বর না দেওয়া
  - আলোকসজ্জা
  - প্রার্থীর ছবি ও প্রতীকসহ টি-শার্ট/ব্যান্ডানা/ক্যাপ পরিধান
  - প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রার্থীর প্রচারণায় প্রকাশ্যে বাধা দেওয়া (মিছিল/জনসভা করতে না দেওয়া, পোস্টার টাঙাতে না দেওয়া/ছিঁড়ে ফেলা, মাইকিং করতে না দেওয়া/ মাইক ভেঙ্গে ফেলা)
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চারটি আসনে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের কারণে প্রশাসন কর্তৃক প্রার্থী/ সমর্থক/কর্মীদের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ; বাকি আসনে প্রশাসন/আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করে কোনো প্রতিকার না পাওয়ার অভিযোগ
- কয়েকটি আসনের কোনো কোনো প্রার্থীর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ধরন

আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ধরন	আওয়ামী লীগ (%)	জাতীয় পার্টি (%)	বিএনপি (%)	গণফোরাম (%)	অন্যান্য (%)	মোট প্রার্থী (%)
জনসভা বা শোভাযাত্রা (যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন ইত্যাদি)	৯৫.১	৮৭.৫	৩০.৬	৪০	৫৭.১	৫৮.৮৮
দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন ইত্যাদিতে পোস্টার লাগানো	৮০.৫	৭৫	৪৪.৪	৪০	৫৭.১	৫৭.০১
নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারকে পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন, বকশিশ ইত্যাদি প্রদান	৭০.৭	৭৫	৪৪.৪	২০	৪২.৯	৫১.৪০
পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা	৬৩.৪	৫০	৪৭.২	২০	৪২.৯	৪৭.৬৬
প্রতি ইউনিয়নে এবং পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একটির বেশি ক্যাম্প/অফিস স্থাপন	৮২.৯	৫০	১৯.৪	২০	২৮.৬	৪৪.৮৬
ভোটের তিন সপ্তাহ আগে প্রচারণা	৬৫.৯	২৫	২৭.৮	৪০	৫৭.১	৪২.০৬
মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখবিহীন পোস্টার	৬৩.৪	২৫	৩০.৬	২০	২৮.৬	৩৯.২৫
‘দুপুর দুইটা থেকে রাত আটটা’র বাইরে মাইক্রোফোন ব্যবহার	৬৩.৪	৬২.৫	২২.২	০	২৮.৬	৩৮.৩২
মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল কিংবা শো-ডাউন	৬১	২৫	২৭.৮	২০	২৮.৬	৩৭.৩৮
প্রতিপক্ষের পথসভা, ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযানে বাধা	৭৮	৫০	২.৮	২০	২৮.৬	৩৭.৩৮
প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক বক্তব্য বা প্রার্থীর ছবি বা চিহ্ন সংবলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার	৬১	৩৭.৫	১৩.৯	০	২৮.৬	৩২.৭১

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ধরন (চলমান)

আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ধরন	আওয়ামী লীগ (%)	জাতীয় পার্টি (%)	বিএনপি (%)	গণফোরাম (%)	অন্যান্য (%)	মোট প্রার্থী (%)
৪০০ বর্গফুটের বেশি আয়তনের প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা	৫৬.১	৩৭.৫	১৩.৯	২০	২৮.৬	৩১.৭৮
গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ	৬৫.৯	১২.৫	৮.৩	০	১৪.৩	২৯.৯১
যেকোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো	৪৩.৯	৩৭.৫	১৬.৭	০	৫৭.১	২৮.৯৭
পথসভা বা মঞ্চ তৈরি করে জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি	৪৮.৮	৬২.৫	৫.৬	০	২৮.৬	২৭.১০
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় তিন মিটারের বেশি নির্বাচনী প্রতীক	৫৮.৫	৩৭.৫	০	০	২৮.৬	২৭.১০
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার বা লিফলেট ইত্যাদির ওপর অন্য প্রার্থীর পোস্টার বা লিফলেট লাগানো এবং কোনো ধরনের ক্ষতিসাধন	৪১.৫	৫০	১৩.৯	২০	২৮.৬	২৭.১০
ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয়	৫৩.৭	৩৭.৫	৮.৩	০	১৪.৩	২৭.১০
ব্যক্তিগত চরিত্র হনন, তিক্ত বা উস্কানিমূলক বক্তব্য, লিঙ্গ বা সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এ ধরনের বক্তব্য দান	৩৯	৩৭.৫	১৩.৯	২০	২৮.৬	২৫.২৩
অনভিপ্রেত গোলোযোগ বা উচ্ছৃংখল আচরণ দ্বারা শান্তি ভঙ্গ	৪৮.৮	২৫	৫.৬	২০	২৮.৬	২৫.২৩
প্রার্থীর পক্ষে সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও কোনো সরকারি কর্মকর্তার নির্বাচনী প্রচারণা বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	৫৩.৭	২৫	৮.৩	০	০	২৫.২৩

নির্বাচনী প্রক্রিয়া: প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা (চলমান)

- মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ১০৪ জন প্রার্থীর গড়ে ৭৪,৯৫,৩৮৮ টাকা ব্যয় (সর্বোচ্চ ৪,৫০,৪৮,৫০০ টাকা, সর্বনিম্ন ২,৫০০ টাকা); প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৫৭.৯% প্রার্থী
- সার্বিকভাবে তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় ৭৭,৬৫,০৮৫ টাকা, যা নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্ধারিত ব্যয়সীমার (আসনপ্রতি সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা) তিনগুণের বেশি
    - তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৫৮.৯% প্রার্থী
    - সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা (গড়ে পাঁচগুণের বেশি); সবচেয়ে কম ব্যয় করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা
    - ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাত হচ্ছে পোস্টার, নির্বাচনী ক্যাম্প, জনসভা, কর্মীদের জন্য ব্যয়
- উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা সংক্রান্ত গবেষণায়ও দেখা যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমার প্রায় তিনগুণ ব্যয় করেছিলেন - নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমা যেখানে ছিল আসনপ্রতি সর্বোচ্চ ১৫ লাখ টাকা, প্রার্থীরা ব্যয় করেছিলেন গড়ে ৪৪ লাখ ২০ হাজার ৯৭৯ টাকা; এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে নির্বাচনী ব্যয়সীমা লঙ্ঘনের ধারা একইভাবে অব্যাহত রয়েছে

তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় (প্রাক্কলিত)

	রাজনৈতিক দল	প্রার্থীর সংখ্যা	তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যন্ত প্রচারণার জন্য প্রার্থীদের মোট গড় ব্যয় (টাকা)
১.	আওয়ামী লীগ	৪১	৭,৫২,৮০১	৪,০০,৮৩২	১,২৩,৭৭,১৩০	১,৩৩,৬৫,৫১৫
২.	বিএনপি	৪৩	৩,৫৮,৪১০	৯৬,৯৮৯	২৮,০৪,৯৯০	২৭,৮৫,১২২
৩.	জাতীয় পার্টি	৮	৫৫,৯৭৫	৫৮,৩২৫	৬২,৬০,১৯৮	৬৩,৪৬,৫১১
৪.	গণ ফোরাম	৫	-	৫৬,০০০	৪০,৭৯,৫৮০	৪১,৩৫,৫৮০
৫.	স্বতন্ত্র	৩	৭,৮৭০	১,৭৭,৬৬৬	১৪,২৩,৯০৫	১৬,০৪,১৯৫
৬.	অন্যান্য*	৭	১,৭৭,৩৬০	১,২৩,০১৪	১,২১,৫৮,১৭১	১,২৪,০৭,৮৭১
	মোট	১০৭	৫,৫৩,৬৯৮	২,১৪,৭৭৫	৭৪,৯৫,৩৮৮	৭৭,৬৫,০৮৫

* অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় পার্টি (জেপি), এলডিপি, জেএসডি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের কয়েকটি চিত্র

নির্বাচনী প্রক্রিয়া: নির্বাচন অনুষ্ঠান

- ৩০ ডিসেম্বর ২৯৯টি আসনে ভোট গ্রহণ
- ২৪ জেলায় নির্বাচনী সহিংসতা - ১৮ জনের প্রাণহানি (আটজন আওয়ামী লীগ, চারজন বিএনপি'র), ২০০ জন আহত; ২২টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত ঘোষণা
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪৭টি আসনে কোনো না কোনো নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগ; অনিয়মের ধরনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য
  - নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে রাখা
  - আগ্রহী ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো বা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া
  - বুথ দখল করে প্রকাশ্যে সিল মেরে জাল ভোট
  - ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা
  - ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগেই ব্যালট পেপার ভর্তি বাক্স
  - ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া
  - প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া
- সারাদেশে বেশিরভাগ কেন্দ্র আওয়ামী লীগসহ মহাজোটের নেতা-কর্মীদের দখলে থাকার অভিযোগ - বেশিরভাগ কেন্দ্রে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট ছিল না
- নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে বলে দাবি - প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য "কিছু জায়গায় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সার্বিক পরিস্থিতি ভালো"; রিটার্নিং কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক'

নির্বাচনী প্রক্রিয়া: নির্বাচন অনুষ্ঠান

- ৭৬ প্রার্থীর ভোট বর্জনের ঘোষণা; তবে ঐক্যফ্রন্টের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত থাকার সিদ্ধান্ত
- নির্বাচনের ফলাফল - গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে আওয়ামী লীগ ৪০, জাতীয় পার্টি ৬, বিএনপি ১, গণ ফোরাম ২, অন্যান্য দল ১ আসনে জয়ী; জাতীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ২৫৭, জাতীয় পার্টি ২২, বিএনপি ৫, গণ ফোরাম ২, স্বতন্ত্র ৩, অন্যান্য দল ৯ আসনে জয়ী
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে জয়ী প্রার্থীরা গড়ে ১ কোটি ২৭ লাখ ৩৩ হাজার ৮৭৭ টাকা ব্যয় করেছেন (সর্বোচ্চ ৪ কোটি ৫৫ লাখ ৬৯ হাজার ৫০০ টাকা, সর্বনিম্ন ২ লাখ ৮৬ হাজার ৭০০ টাকা)
- ১৮৬টি আসনে ভোট ৮০ শতাংশের বেশি - এর মধ্যে ১৩টি আসনে ভোট ৯০ শতাংশের ওপরে; অন্যদিকে ৫০ শতাংশের নিচে ভোট পড়েছে তিনটি আসনে
- নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান - জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট, সিপিবি, খেলাফত মজলিস, বাসদ, গণ সংহতি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
- নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচন কমিশনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের স্মারকলিপি প্রদান
- বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী ‘পর্যবেক্ষক’দের নির্বাচন “অংশগ্রহণমূলক” হয়েছে বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ; অন্যদিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও গণ-মাধ্যমে নির্বাচনে অনিয়মের সমালোচনা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- নির্বাচন কমিশন গুরুত্বপূর্ণ অনেকক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয় নি
  - নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া
  - সব দলের সভা-সমাবেশ করার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা
  - বিরোধীদের দমনে সরকারের ভূমিকার প্রেক্ষিতে অবস্থান নেওয়া - নির্বাচন কমিশনের নীরবতা বা ক্ষেত্রবিশেষে অস্বীকার
  - সব দল ও প্রার্থীর প্রচারণার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা
  - সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করা
  - নির্বাচনী অনিয়ম ও আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিশেষকরে সরকারি দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া
- নির্বাচন কমিশন সব দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করতে পারে নি - 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' আছে কি না তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে মতবিরোধ
- নির্বাচনের সময়ে তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ নির্বাচনের স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে - পর্যবেক্ষক ও সংবাদ-মাধ্যমের জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; ইন্টারনেটের গতি হ্রাস; মোবাইলের জন্য ফোর-জি ও থ্রি-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ; জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মোটরচালিত যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- ক্ষমতাসীন দল/ জোটের কোনো কোনো কার্যক্রম নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে
  - সংসদ না ভেঙ্গে নির্বাচন - সরকারে থাকার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় - বিভিন্ন সমর্থক গোষ্ঠী সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য প্রণোদনা, নির্বাচনমুখী প্রকল্প অনুমোদন
  - নির্বাচনের প্রায় একবছর আগে থেকেই ক্ষমতাসীন দলের প্রচারণা
  - বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের মাধ্যমে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে বাধা - সংলাপে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেওয়ার পরও নির্বাচনের সময় পর্যন্ত ধরপাকড়, গ্রেফতার
  - সরকারবিরোধী দলের নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেওয়া, প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, সহিংসতা
- প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের প্রবণতা লক্ষণীয় - প্রচারণার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আসনপ্রতি নির্ধারিত ব্যয়সীমার চেয়ে বেশি ব্যয়; সম্ভাব্য আইনপ্রণেতাদের আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে অনীহা দৃশ্যমান
- সার্বিকভাবে বলা যায়, সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের ফলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ‘অংশগ্রহণমূলক’ বলা গেলেও তা ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ’ হতে পারে নি

সুপারিশ

১. সৎ, যোগ্য, সাহসী ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে

২. দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার স্বার্থে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ অন্যান্য অংশীজনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ হতে হবে

৩. একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগসহ নির্বাচনী আচরণ বিধির বহুমুখী লঙ্ঘনের যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে ও তার ওপর ভিত্তি করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

৪. আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে তাদের ব্যর্থতা নিরূপণ করে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। অন্যদিকে কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপের পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ আমলে নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের উদ্যোগ নিতে হবে

৫. নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ (ভোটার তালিকা হালনাগাদ, মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র উত্তোলন ও জমা, প্রার্থীর আর্থিক তথ্য যাচাই, নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল ইত্যাদি) ডিজিটালাইজ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও প্রার্থীর মনোনয়ন প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে

৬. নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও গণ-মাধ্যমের তথ্য সংগ্রহের জন্য অবাধ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে

ধন্যবাদ

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসন যেসব জেলায় রয়েছে

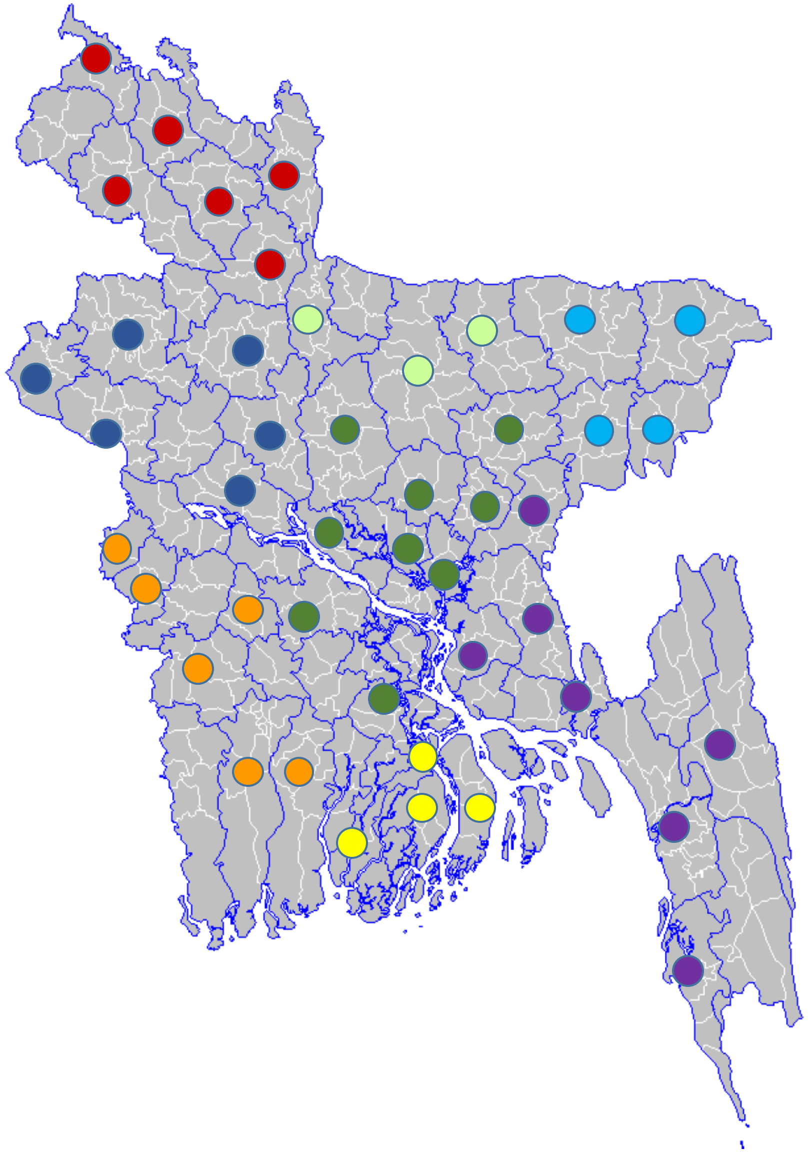

	বিভাগ	জেলা
●	রংপুর	পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা
●	রাজশাহী	বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা
●	খুলনা	মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, মাগুরা, বাগেরহাট, খুলনা
●	বরিশাল	বরগুনা, ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর
●	ময়মনসিংহ	জামালপুর, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ
●	ঢাকা	টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর
●	সিলেট	সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার
●	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি

বিভাগভিত্তিক সংসদীয় এলাকার সংখ্যা

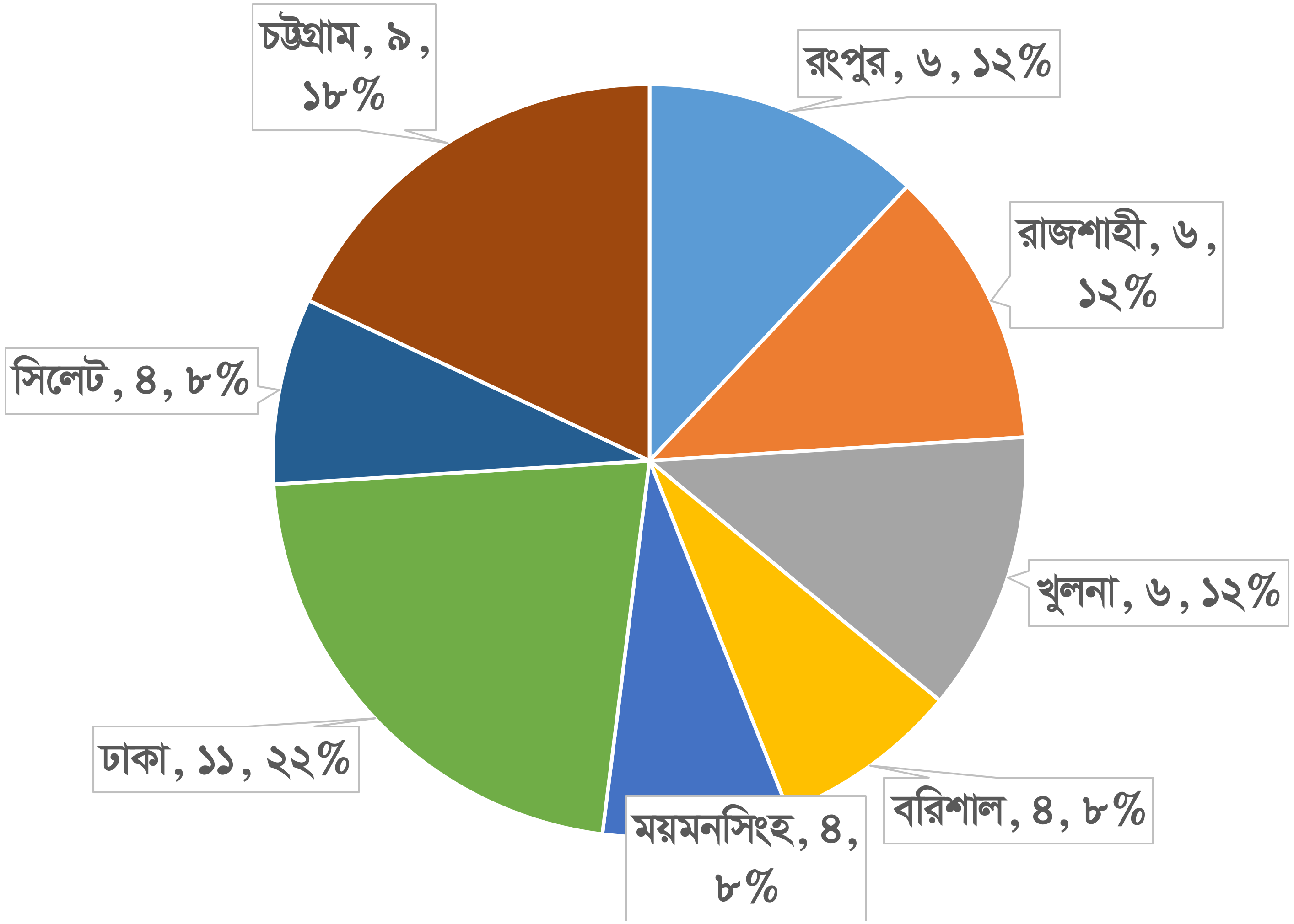

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে মোট ভোটার ১,৬৮,৭৬,৬৭৪ জন
- নারী ভোটার ৮৩,৭৫,৩১৮ জন (৪৯.৬৩%)
- এসব আসনে চূড়ান্ত মনোনয়নপ্রাপ্ত মোট প্রার্থী ২৯৭ জন; আসনপ্রতি গড়ে ৫.৯৪ জন

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তথ্য

	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থী	২৯৯ আসনে মোট প্রার্থী
মোট প্রার্থী	১০৭ জন (নারী ৫, পুরুষ ১০২)	১,৮৬১ জন (নারী ৬৯, পুরুষ ১,৭৯২)
দলীয় পরিচিতি	আওয়ামী লীগ ৪১, বিএনপি ৪৩, জাতীয় পার্টি ৮, গণ ফোরাম ৫, স্বতন্ত্র ৩, অন্যান্য ৭	আওয়ামী লীগ ২৬১, বিএনপি ২৭২, জাতীয় পার্টি ১৭৫, গণ ফোরাম ২৭, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২৯৮, স্বতন্ত্র ১২৮, অন্যান্য ৭০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্নাতকোত্তর বা তদূর্ধ্ব ৪৬%, স্নাতক ৩৮%, উচ্চ মাধ্যমিক ৯.৩%, অন্যান্য ৬.৭%	স্নাতকোত্তর ৩৩.৪%, স্নাতক ৩৪.৪%, উচ্চ মাধ্যমিক ১১.৪%, মাধ্যমিক ৩.৩%, অন্যান্য ১৬.৬%*
পেশা	ব্যবসায়ী ৫৩.৩%, আইনজীবী ১৩%, শিক্ষক ৬.৫%, চিকিৎসক ৫.৬%, অন্যান্য ২১.৬%	ব্যবসায়ী ৬২%, আইনজীবী ১০%, কৃষিজীবী ৫%, শিক্ষক ২%, অন্যান্য ২২%*
গড় মাসিক আয়	৬,২৬,৫৯১ টাকা	তথ্য পাওয়া যায় নি

* ২৮৬টি আসনে কেবল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জোটের প্রার্থীদের ওপর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম

অনিয়মের ধরন	আসন (সংখ্যা)
প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর নীরব ভূমিকা	৪২
জাল ভোট দেওয়া	৪১
নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে রাখা	৩৩
বুথ দখল করে প্রকাশ্যে সিল মেরে জাল ভোট	৩০
পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া ও কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া*	২৯
ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া	২৬
ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা	২৬
ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া	২২
আগ্রহী ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো	২১
ব্যালট বাক্স আগে থেকে ভরে রাখা	২০
প্রতিপক্ষ দলের প্রার্থীর নেতা-কর্মীদের মারধর করা	১১

* এর মধ্যে ২৯টি আসনে পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে, ১০টি আসনে কোনো এজেন্ট ছিল না

ক্ষমতাসীন দলের প্রচারণা

- মন্ত্রিসভার সদস্যদের অংশগ্রহণে সরকারি কার্যক্রমে দলীয় নির্বাচনী প্রচারণা অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ
- ২০১৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর নীলসাগর ট্রেনে করে ঢাকা থেকে নীলফামারী পর্যন্ত 'নির্বাচনী যাত্রা' আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের; জনগণের ভোগান্তি
- বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ক্ষমতাসীন দলের প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান বা স্পট সম্প্রচার
  - সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের দশটি বিষয়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচার - ২৭টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে কেবল ডিসেম্বর মাসে মোট ১,৫৯,২৪১ সেকেন্ড সময় ধরে প্রচারিত হয় যার প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য ৫ কোটি ১১ লাখ ৬৪ হাজার ৯৩০ টাকা
  - 'থ্যাংক ইউ পিএম' নামে একটি টিভি স্পট অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এই তিনমাসে ১৩টি চ্যানেলে প্রচারিত হয়, যার প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য ৮ কোটি ৯৩ লাখ ৩৫ হাজার ৪৭০ টাকা
  - 'আমরা বাংলাদেশের পক্ষে' নামে ৫৫টি টিভি স্পট ডিসেম্বর মাসে ২৫টি চ্যানেলে ১,৪৪,৭৯৫ সেকেন্ড প্রচারিত, যার প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য ৫ কোটি ৯৭ লাখ ৮৩ হাজার ৬৪৫ টাকা
- বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) প্রচারিত সংবাদে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের একচ্ছত্র আধিপত্য, বিরোধী দল/ জোটের অনুপস্থিতি; বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে বিটিভির সংবাদ প্রচারের ফলে কেবল ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী প্রচারণা করার সুযোগ